৯. নীলবিদ্রোহ

মুনতাসীর মামুন

ছাত্রছাত্রীরা নীলচাষের ইতিহাসের ব্যাপারে জানাতে পারবে এবং তার সম্বন্ধে আরও তথ্য খুঁজে বের করতে পারবে। এই রচনাটি সম্বন্ধে তারা নিজের মতামত স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করতে পারবে।

পরাধীন ভারতে বিদেশি শাসকরা নানাভাবে প্রজাদের উপর অত্যাচার চালাত। কখনো কখনো সেই অত্যাচার প্রজারা সহ্য করতে পারত না। নীলচাষিদের উপর নীলকর সাহেবদের নির্মম নির্যাতন এইরকম একটি উদাহরণ। কিন্তু অত্যাচার যখন চাষিদের সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেল, তখন তারা একজোট হয়ে প্রতিবাদ করল এবং জয়ী হল। এ-দেশে নীলচাষ চিরতরে বন্ধ হয়ে গেল। নীলবিদ্রোহ আমাদের ইতিহাসে একটি বড়ো ঘটনা।

কাপড় পরিষ্কার করার জন্য তোমাদের বাসায় মাঝে মাঝে নিশ্চয়ই নীল আনা হয়। নীল এখন আসে বিদেশ থেকে। কিন্তু তোমরা কি জানো, একসময় আমাদের এই বাংলা দেশে নীল তৈরি করা হত এবং সে নীল বিদেশে বিক্রি করে ইংরেজরা লক্ষ লক্ষ টাকা লাভ করত। শুধু তাই নয়, তোমরা শুনে হয়তো অবাক হবে যে বাংলা দেশের নীল ছিল পৃথিবীর সেরা।

নীল গাছ দেখতে অনেকটা পাটগাছের মতো। লম্বায় চার-পাঁচ ফুটের বেশি হত না। নীল গাছ কাটার পর পাটের মতোই জলে ডুবিয়ে পচানো হত। তারপর জ্বাল দেওয়া হত। সবশেষে যে নির্যাসটুকু পড়ে থাকত তাই ছিল নীল। আর নীল জ্বাল দেবার জন্য দরকার ছিল পরিষ্কার জলের। সে জন্য বাংলাদেশের বেশির ভাগ নীল কারখানাই গড়ে উঠেছিল নদীর তীরে।

হুগলির এক গ্রামে, লুই বোর্নাদ নামে এক ফরাসি বণিক ১৭৭২ সালে এদেশে প্রথম নীলচাষ শুরু করেন। তারপর ইংরেজরা। দেখা গেল নীলচাষ খুব লাভজনক। কয়েক বছরের মধ্যে মেদিনীপুর, বীরভূম, যশোর, পাবনা, ফরিদপুর, নদিয়া, খুলনা, ঢাকা প্রভৃতি জেলায় নীলচাষ শুরু হল। এই ধরো, মাত্র একশো পঁচিশ-তিরিশ বছর আগে আমাদের দেশে প্রায় পাঁচশো নীলকুঠি স্থাপিত হয়েছিল।

Scanned with CamScanner

ইংরেজরা আমাদের দেশে দুভাবে নীলচাষ করত। একটির নাম ছিল আবাদি। এ নিয়মে নীলকর, যে নীল কারখানার মালিক সে নিজের জমিতে চাষ করাতো নিজের খরচায়। যে-সব পুরুষ কাজ করত এ-নিয়মে তারা মাসে বেতন পেত তিন টাকা। আর একটি নিয়ম ছিল রায়তি। এ নিয়মে চাষি নিজের জমিতে চাষ করত। কিন্তু তার আগে নীলকরের সঙ্গে একটা চুক্তি করতে হত। নীলকর নীলের দাম হিসেবে আগাম কিছু টাকা দিয়ে দিত চাষিকে। আর এ নিয়েই শুরু হল সংঘাত।

নীলকরেরা বেশি লাভের জন্য নীলচাষিদের ওপর ভয়ানক অত্যাচার করত। মেরেও ফেলত অনেককে। কোনো চাষি কথা না শুনলে গ্রামে বাস করা তার পক্ষে কঠিন হত। ইংরেজ নীলকররা কেন এমন করত? এর কারণ, বেশি লাভ। নীল যত বেশি তৈরি হবে তত বেশি সে বিদেশে পাঠাতে পারবে। সে জন্য যাতে বেশি লোক নীলচাষ করে তাই সে চেষ্টা করত। আর নীল তৈরিতে তার খরচ যত কম হবে তার লাভ হবে তত বেশি। এ জন্য সে নানাভাবে চাষিদের ঠকাত। অনেক সময় চাষিরা আদালতে যেত বিচার চাইতে। কিন্তু ইংরেজ বিচারক ইংরেজ নীলকরের পক্ষে রায় দিতেন। ফলে, একসময় চাষিরা দেখল একজোট হয়ে যদি তারা না দাঁড়ায় তাহলে এই নীলচাষ বন্ধ করা যাবে না। আর তাদের খেয়ে-পরে বেঁচে থাকা হবে না। অবশেষে ১৮৫৯-৬০ সালে বিদ্রোহ করল নীলচাষিরা। প্রায় ষাট লক্ষ নীলচাষি বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল। এর জন্য যে আগে থেকে কোনো পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল তা কিন্তু নয়। এক জায়গায় শুরু হয়েছিল বিদ্রোহ, তারপর তা ছড়িয়ে পড়েছিল সর্বত্র। অনেক সাংবাদিক, লেখকও এগিয়ে এসেছিলেন নীলচাষিদের সমর্থন করে। দীনবন্ধু মিত্র লিখেছিলেন বিখ্যাত নাটক 'নীলদর্পণ'। আর তা ১৮৬০ সালে ছাপা হয়েছিল ঢাকা থেকে।

নীলচাষিরা ঠিক করল, আর নীল বুনবে না। নীলকররা নীল বুনতে বাধ্য করতে চাইলে তারা বাধা দিতে লাগল। বিভিন্ন জায়গায় শুরু হল সংঘর্ষ। ইংরেজ সরকার দেখল, এ বিদ্রোহ তো দমন করা যাবে না। চাষিদের শান্ত করার জন্য তাই সরকার ১৮৬০ সালে 'নীল কমিশন' সৃষ্টি করল।

এই কমিশন তার রিপোর্টে স্বীকার করল, চাষিদের ওপর অত্যাচার করা হয়েছে, তাদের ন্যায্য পাওনা দেওয়া হয়নি কিন্তু নীলচাষ বন্ধ করার কোনো পরামর্শ দিল না কমিশন। চাষিরা অবশ্য নিজে থেকেই নীলচাষ বন্ধ করে দিল। এবং এক সময় সারা বাংলাতেই নীলচাষ বন্ধ হয়ে গেল। নীলচাষিরা দেখল, একজোট হয়ে অত্যাচারের বিরুদ্ধে, শোষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালে শোষক বা অত্যাচারীরা থমকে যেতে বাধ্য।

এখনও অনেক গ্রামে গেলে তোমরা ভাঙা নীলকুঠি দেখতে পাবে। পুরানো দিনের ইংরেজ নীলকরদের অত্যাচারের সাক্ষী হিসেবে এগুলি এখনও দাঁড়িয়ে আছে। কুষ্টিয়ার শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যে বিখ্যাত কুঠিবাড়িটি আছে, সেটিও ছিল নীলকুঠি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাবা এটি কিনেছিলেন নীলকরের কাছ থেকে।

জেনে রাখো

সংক্ষেপে লেখকের কথা: মুনতাসীর মামুন। জন্ম ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের ২৫ মে, বাংলাদেশে। বাবা মিসবাহউদ্দিন খান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে এম.এ. পাশ করেন ১৯৭২ সালে। পেশা অধ্যাপনা। কেদারনাথ মজুমদার, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিনয় ঘোষের পরে মুনতাসীর মামুন সংবাদ সাময়িকপত্রে সমাজেতিহাস বিষয়ে গবেষণা ও সম্পাদনা করেন। পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িকপত্র সমাজেতিহাসচর্চার উল্লেখযোগ্য গবেষণা। পুরানো ঢাকা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। 'ঢাকা নগরচর্চা কেন্দ্র' থেকে প্রকাশিত ঢাকা গ্রন্থমালার গ্রন্থমালা-সম্পাদক। ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে বাংলা একাডেমী, ঢাকা-র সম্মানে সম্মানিত। ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় অনেক গ্রন্থের রচয়িতা। কিশোর সাহিত্য চর্চা করেন। ভালোবাসেন বই পড়তে ও বই

Scanned with CamScanner

সংগ্রহ করতে। চমৎকার বক্তৃতা দিতে পারেন। এই লেখাটি এখ্‌লাসউদ্দিন আহ্‌মেদ সম্পাদিত ও রঙিন ফানুস প্রকাশনী, ঢাকা থেকে প্রকাশিত রঙিন ফানুস নামের বই থেকে নেওয়া হয়েছে।

সংক্ষেপে রচনার কথা: ইংরেজ আমলে বাংলাদেশের নীলের চাষ হত। পৃথিবীর সেরা সেই নীল বিদেশে বিক্রি করে নীলকরেরা লক্ষ লক্ষ টাকা লাভ করত। নীল গাছ জলে পচিয়ে জ্বাল দিয়ে নীল তৈরি করা হত। নীল তৈরি করতে প্রচুর জল লাগে বলে বেশির ভাগ নীল কারখানা গড়ে উঠেছিল নদীর ধারে। হুগলিতে নীলের চাষ প্রথম শুরু করেছিলেন ফরাসি বণিক বোর্নাদ। তারপর ইংরেজরা অন্যান্য জেলায় তা ছড়িয়ে দেয়। নীলচাষ হত দুভাবে। নীলকর নিজের জমিতে নিজের খরচায় নীলচাষ করলে তাকে বলা হত আবাদি। নীলকরের কাছ থেকে আগাম টাকা নিয়ে চাষি নিজের জমিতে নীলচাষ করলে তাকে বলা হত রায়তি। নীলের ব্যবসায় খুব লাভজনক। সে জন্য নীলকররা কম খরচে বেশি নীল উৎপাদন করে বিদেশে বিক্রি করে আরও বেশি লাভ করার জন্য নীলচাষিদের নানাভাবে ঠকাত, তাদের ওপর নির্যাতন চালাত। এই অন্যায়ের প্রতিকার চেয়ে আদালতে নালিশ করেও নীলচাষিরা সুবিচার পেত না। অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে চাষিরা জোট বেঁধে বিদ্রোহ করে নীলচাষ বন্ধ করে দিল। দেশের গণ্যমান্য মানুষ তাঁদের এই সংগ্রাম সমর্থন করলেন। নীলকরদের অত্যাচার নিয়ে 'নীলদর্পণ' নাটক লিখলেন দীনবন্ধু মিত্র। বাধ্য হয়ে ব্রিটিশ সরকার 'নীল কমিশন' গঠন করল নীলচাষিদের শান্ত করতে। তদন্ত করে কমিশন জানাল, চাষিদের অভিযোগ সত্য। কিন্তু নীলচাষ বন্ধ করার কোনো পরামর্শ দিল না। চাষিরা নিজেরাই নীল বোনা বন্ধ করে দিল। অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে একজোট হয়ে দাঁড়িয়ে নীলচাষিরা অত্যাচারী ও শোষকদের রুখে দিল। সারা বাংলায় বন্ধ হয়ে গেল নীলচাষ। নীলকরদের অত্যাচারের সাক্ষী হয়ে এখনও কিছু কিছু নীলকুঠি দাঁড়িয়ে আছে বাংলার গ্রামেগঞ্জে।

শব্দের অর্থ ও ব্যাকরণ

নীল—নীল রং উৎপাদক গাছ। indigo। অন্য মানে : রং বিশেষ, গাজনের শিব, নীলবর্ণবিশিষ্ট

জ্বাল দেওয়া—সিদ্ধ করা বা ফোটানো

নির্যাস—রস, আঠা

নীলকুঠি—নীল প্রস্তুত করার কারখানা ও নীলকরদের কাছারি বা অফিস

নীলকর—প্রধানত ভারতে ইয়োরোপীয় নীল উৎপাদক, নীলচাষকারী

চুক্তি—কোনো বিষয়ে দু-পক্ষের মধ্যে আদানপ্রদানের কারও শর্ত। agreement। হিন্দি—চুকতি

আগাম—কেনার আগেই দেওয়া কোনো জিনিসের আংশিক দাম, অগ্রিম, বায়না। advance

সংঘাত—পারস্পরিক দ্বন্দ্ব

অত্যাচার—অন্যায়, আচরণ, পীড়ন। অতি + আচার। বিশেষ্য। বিশেষণ—অত্যাচারী, অত্যাচারিত

আদালত—বিচারালয়, বিচারশালা, ন্যায়ালয়। court

রায়—বিচারকের সিদ্ধান্ত, আদেশ। অন্য মানে : হিন্দুদের পদবি, উপাধি বিশেষ

একজোট—সম্মিলিত, দলবদ্ধ, এককাট্টা

বিদ্রোহ—শাসন অগ্রাহ্য করা, বশ্যতা অস্বীকার করা। বিশেষ্য। বিশেষণ —বিদ্রোহী

বুনবে—বোনা শব্দ থেকে। বপন করা, শস্যের বীজ ছড়ানো — ধান বোনা। অন্য মানে : সুতো, রেশম বা পশম দিয়ে কাপড় ইত্যাদি তৈরি করা, বয়ন করা—তাঁত বোনা, জাল বোনা

রিপোর্ট—report। ঘটনা অভিজ্ঞতা তদন্ত ইত্যাদির লিখিত বিবরণ, প্রতিবেদন। অন্য মানে : কারও কাছে বিরুদ্ধে নালিশ।

শোষণ—জমিদার বা মালিক কর্তৃক প্রজা বা শ্রমিককে ঠকানো। exploitation। অন্য মানে : কোনো জিনিসের রস টেনে তা শুকিয়ে ফেলা

শোষক—এখানে মানে : যে অন্যায়ভাবে শোষণ করে। exploiter। অন্য মানে : যে তরল পদার্থ শুষে নেয়। বিশেষণ। বিশেষ্য—শোষণ। বিপরীত—শোষিত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাবা—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫)

Scanned with CamScanner

ব্যাখ্যা

১. অবশেষে ১৯৫৯–৬০ সালে বিদ্রোহ করল নীলচাষিরা।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ইয়োরোপীয়দের ভারতে বাণিজ্য করার অনুমতি দিতেই নীলবণিকদের কাছে তা স্বর্গরাজ্য হয়ে দেখা দিল। বাংলা বিহারে আধিপত্য ছড়ালো নীলকররা। কম খরচে বেশি নীল উৎপাদন করে, মুনাফার পাহাড় গড়তে তারা মরিয়া হয়ে উঠল। বঞ্চনা ও অত্যাচার সীমা ছাড়িয়ে গেলে নীলচাষিরা বিদ্রোহ করে। প্রায় ৬০ লক্ষ নীলশ্রমিক ধর্মঘটে যোগ দেয়। ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে এটা প্রথম শ্রমিক ধর্মঘট।

২. অনেক সাংবাদিক, লেখকও এগিয়ে এসেছিলেন নীলচাষিদের সমর্থন করে।

দেশের মানুষ নীলচাষিদের বিদ্রোহ সমর্থন করেছিলেন। সাংবাদিক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকায় নীলকরদের অত্যাচারের কথা নিয়মিত প্রকাশ করতেন। তিনি নিল কমিশনে নীলচাষিদের সমর্থনে নীলকরদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। নীলকরদের ভয়াবহ অত্যাচারকে বিষয় করে 'নীলদর্পণ' নাটক লিখলেন দীনবন্ধু মিত্র। ইংরেজিতে অনুবাদ করেন মাইকেল মধুসূদন। এই অনুবাদ প্রকাশের অপরাধে পাদরি লঙ-কে ইংরেজ সরকারের কাছে জরিমানাও দিতে হয়েছিল। জরিমানার টাকা দিয়েছিলেন কালীপ্রসন্ন সিংহ। তাঁর মামলার সকল খরচ বহন করেছিলেন পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ। এছাড়াও গণ্যমান্য অনেকেই নীলচাষিদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন।

৩. ...একজোট হতে অত্যাচারে বিরুদ্ধে, শোষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালে শোষক ও অত্যাচারীরা থমকে যেতে বাধ্য।

একা লড়াই করে অন্যায়ের প্রতিকার করা কঠিন। কথায় বলে, একতাই বল। আমরা যদি একতাবদ্ধ হয়ে অত্যাচারের বিরুদ্ধে শোষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারি তাহলে অত্যাচারী যত শক্তিশালীই হোক না কেন, সে পিছু হঠতে বাধ্য হবে। একতার শক্তি যে কত বড়ো নীলচাষিরা তা প্রমাণ করেছিলেন।

কতটা শেখা হল

১. মুখে মুখে বলো:

ক) 'নীল বিদ্রোহ' রচনাটি কার লেখা?

খ) বাংলাদেশের কোথায় কোথায় নীলের চাষ হত?

গ) পশ্চিমবঙ্গের কোথায় কোথায় নীলচাষ হত?

ঘ) এদেশে প্রথম নীলচাষ কে করেছিলেন?

ঙ) নীল বিদ্রোহ কবে হয়েছিল?

চ) 'নীলদর্পন' নাটকের নাট্যকার কে?

ছ) 'নীল কমিশন' কবে গঠিত হয়েছিল?

জ) শিলাইদহের কুঠিবাড়ি কে কিনেছিলেন?

২. এককথায় উত্তর দাও

ক) নীল কোথায় বিক্রি হত?

খ) নীলগাছ দেখতে কোন গাছের মতো?

গ) বেশির ভাগ নীল কারখানা নদীর তীরে গড়ে উঠত কেন?

ঘ) সে সময় এদেশে কত নীলকুঠি স্থাপিত হয়েছিল?

Scanned with CamScanner

ঙ) সে যুগে নীলচাষিদের মাসিক বেতন কত ছিল?

চ) ইংরেজ বিচারকরা কার পক্ষে রায় দিতেন?

৩. ছোটো প্রশ্ন: সংক্ষেপে উত্তর দাও

ক) '...এদেশে প্রথম নীলচাষ শুরু করেন'— কে? কবে? কোথায়? তারপর কারা? কোথায় কোথায়?

খ) 'ইংরেজরা আমাদের দেশে দুভাবে নীলচাষ করাতো'—

একটির নাম কী? তার নিয়মগুলি কী কী?

দ্বিতীয়টির নাম কী? তার নিয়মগুলি কী কী?

গ) 'ইংরেজ নীলকররা কেন এমন করত?'— কী করত? কেন করত?

৪. বড়ো প্রশ্ন : পাঠাংশের সাহায্য নিয়ে নিজের ভাষায় উত্তর লেখো।

ক) 'নীল বিদ্রোহ'— এই শিরোনাম লেখাটির ক্ষেত্রে কতখানি সঙ্গত হয়েছে বুঝিয়ে লেখো।

খ) 'নীলকরদের অতিরিক্ত লোভই নীলচাষিদের বিদ্রোহী করে তুলেছিল'— আলোচনা করো।

গ) নীলবিদ্রোহ সে সময়কার সমাজে যে আলোড়ন তুলেছিল তার পরিচয় দাও।

ঘ) কোন পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ সরকার 'নীল কমিশন' গড়তে বাধ্য হয়েছিল? কমিশন তার রিপোর্টে কী বলেছিল?

ঙ) 'নীল বিদ্রোহ'— এই রচনাটির সারাংশ লেখো।

৫. ব্যাখ্যা লেখো:

অবশেষে ১৮৫৯-৬০ সালে বিদ্রোহ করল নীলচাষিরা।

৬. অল্পকথায় পরিচয় দাও:

ক) নীলদর্পণ খ) ইন্ডিগো কমিশন

ব্যাকরণ

১. নির্দেশ অনুযায়ী উত্তর লেখো:

লিঙ্গ পরিবর্তন করো	:	মালিক	পুরুষ
সমাসের নাম লেখো	:	নীলকুঠি	নীলকর
সন্ধিবিচ্ছেদ করো	:	পরিষ্কার	অত্যাচর
কোনটা কোন বচন	:	লেখক	চাষিরা
বিপরীতার্থক শব্দ লেখো	:	বিচার	বিরুদ্ধে
সমার্থক শব্দ লেখো	:	একজোট	বিখ্যাত
কোনটা কোন পুরুষ	:	তারা	তোমাদের

২. এককথায় প্রকাশ করো:

বিচারকরে সিদ্ধান্ত ও আদেশ দুপক্ষের মধ্যে আদানপ্রদানের শর্ত ঘটনা বা অভিজ্ঞতার লিখিত বিবরণ

শাসন অগ্রাহ্য করা

Scanned with CamScanner

জানতে কি?

ছ'সাত বছরের অপু তার বাবা হরিহরের হাত ধরে এই প্রথম বাড়ি থেকে অনেকটা দূরে বেড়াতে বেরিয়েছে। কিছুদূর যাবার পর তারা নদীর ধারের বাবলা ও জীওল গাছের আড়ালে একটা বড়ো ইটের পাঁজার মতো জিনিস দেখতে পেল, ওটা পুরানো কালের নীলকুঠির ভগ্নাবশেষ :

'হরিহর বলিল—কুঠি কুঠি বলছিলে, ওই দ্যাখো খোকা সাহেবদের কুঠি—দেখেচো?...

'কুঠির হাতার কিছু দূরে কুঠিয়াল লারমার সাহেবের একমাত্র শিশুপুত্রের সমাধি পরিত্যক্ত ও জঙ্গলাকীর্ণ অবস্থায় পড়িয়া আছে।... নিকটে গেলে অনেক কালের কালো পাথরের ফলকে এখনও পড়া যায়—

Here lies Edwin Lermor,
The only son of John & Mrs. Lermor
Born May 13, 1853, Died April 27, 1860

'অন্য অন্য গাছপালার মধ্যে একটি বন্য সোঁদাল গাছ তাহার উপর শাখাপত্রে ছায়া বিস্তার করিয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে,... জোর হাওয়ায় তাহার শীত পুষ্পস্তবক সারা দিনরাত ধরিয়া বিস্মৃত বিদেশি শিশুর ভগ্ন-সমাধির উপর রাশি রাশি পুষ্প ঝরাইয়া দেয়। সকলে ভুলিয়া গেলেও বনের গাছপালা শিশুটিকে এখনও ভোলে নাই।'

—*পথের পাঁচালী* / বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

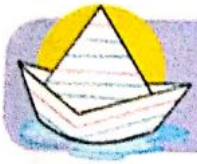

নীল বিদ্রোহ কেন সফল হল বলে তোমার মনে হয়? অল্প কথায় লেখো।

বলো তো দীনবন্ধু মিত্রের বাংলা নাটক 'নীলদর্পণ' ইংরেজিতে কে অনুবাদ করেছিলেন?

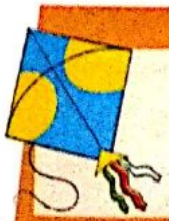

সিপাহি বিদ্রোহ আর নীল বিদ্রোহ সম্বন্ধে ভালো করে পড়ো। তারপর দেখো তো যে এই দুই বিদ্রোহের মধ্যে তুমি কী কী মিল বা অমিল খুঁজে পাচ্ছো।

Scanned with CamScanner